

# চক্র

## শহিদ হোসেন খোকন

[sayansg@singnet.com.sg](mailto:sayansg@singnet.com.sg)

মরার আসমানটার কি ডাইবিটিস হইল বিবি সাবের মতন? বিবি সাব যেমন ঘন্টার মইধ্যে তিনবার পেছাব করে আসমানটারও দেহি একঐ অবস্থা, ক্ষণে ক্ষণে বিষ্টি। এই রকম বিষ্টি হইলে গরিবের জীবন বাঁচে কেমনে? আর আল্লাও কেমন বিচার বিবেচনা নাই; বন্যা ত দিলই তার মইধ্যে আবার আসমানটারে দিল ডাইবিটিসের রুগী বানাইয়া। গরিবের সব দিকেই মরণ - শীতে ও মরণ বাইস্যা কালেও মরণ....

রহিমার মা, তিয়াস লাগছে ইটু পানি দে....

আমার কি দুর্গার মতন দশটা হাত পাও? তিয়াস লাগলে পানি ঢাইলা খাও, আমারে জ্বলাইও না। মরার ম্যাছ, ম্যাছের মইধ্যেও আল্লার পেছাব ঢুকছে - দশ দশটা কাঠি শেষ হইল আগুন জ্বলে না। অহন আমি রান্দি বান্দি কেমনে?

আল্লাহরে লইয়া যা তা কথা কইস না ল রহিমার মা....

কইলে কি হইব ল বুড়ি?

গজব পড়ব গজব।

গজবের আর বাকি থাকলটা কি? বস্তির মইধ্যে এত সোন্দর ঘরটা আমার; কারুর ঘরে মইধ্যে চকি নাই, আলমিরা নাই আমার ঘর ছাড়া, তোমার আল্লাহর পেছাবে আমার চকি-আলমিরা-ঘটি-বাটি সব ডুবল। এক হালি মুরগির মইধ্যে তিনটা মুরগিই মইরা গেল, দুইটা মুরগি কয়দিন ধইরা করকর করতছিল, দুইদিন পরঐ ডিম দিত....অহন আমার মুরগি ডিম সবই গেল....

রহিমার মা রান্না ভুলে বন্যায় ডুবে যাওয়া ঘর-সংসারের শোকে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। ঘর বলতে কমলাপুরের পেছনে বোছা লেকতের বস্তি। আর কিবা এমন দামী জিনিসপত্র ছিল তার ১০ ফুট বাই ১২ ঘরে? টাকার অঙ্কে হিসেব করলে ৫০০ টাকার একটা নড়বড়ে চৌকি; রাতের বেলা আবার রহিমার বাপ ঠ্যাং তুললে সেই চৌকির গোঙ্গানিতে মাটিতে শুয়ে থাকা বুড়ির ঘুম ভেঙ্গে যায়। বুড়ি তারপর এক কান্ড করে - ‘চোর চোর’ বলে চিৎকার করে বস্তির সব মানুষ জড় করে ফেলে। পাশের ঘরের মরিয়ম বুড়ির ভুল ভাঙায় ‘আগ বুড়ি চোর আহে নাই, তোমার পোলায় রহিমার মার ঠ্যাংঙ্গের নিচে মাতা দিছে’....

আড়াইশ টাকার একটা ডুলি ছিল সে ঘরে, রহিমার মা শখ করে বলে আলমিরা। সেই আলমিরায় চুরি-দারি করে সংগ্রহ করা কিছু বাসন-কোসন যে-গুলো সারা বছর বেকার পড়ে থাকে। রহিমার মায়ের স্বপ্ন কোনদিন দালানে গেলে মেহমানদারিতে সেগুলো কাজে লাগবে।

কাজে লাগার বদলে সেগুলো এখন হয়েছে বোঝা - বস্তায় ভরে ওগুলো সঙ্গে নিয়ে বেড়চ্ছে সে। তেল চিটচিটে বিছানা-বালিশগুলো রহিমার মা তুলে রেখে এসেছে সেই আলমিরার ওপর। ওর মধ্যে বিবি সাহেবের দেয়া পুরনো কম্বলটাও আছে, শীতের সময় ওটা গায়ে দিয়ে ঘুমালে আর ঘুমালে আর ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না তার। রহিমার মায়ের ভয় - পানি যেভাবে বাড়ছে তাতে আলমিরার ওপরে রাখা বিছানাপত্র না পানিতে তলিয়ে যায়; তার চেয়েও বড় ভয় চোরের।

বোছা লেকত অবশ্য কইছে - কোন ভয় নাই, নিয়া থুইয়া যা থাকে সেগুলান একভাবেই পইড়া থাকবো, চোর ডাকাইত আমি ঠেকামু; পানি কমলে চইলা আইসা। বোছা লেকতের কোন বিশ্বাস নাই, হারামজাদা নিজেই একটা চোর। চোর না ডাকাইত, ট্রাকের থেইকা চোরাই মাল নামায়। বিশ্বাস না কইরাই বা উপায় কি? একটা ভরসার দিক হইল রহিমার মার গতরের দিকে বোছার লোভ আছে। মাংসের দোকানের সামনে কুত্তা যেমন হা কইরা চাইয়া থাকে ছিটাফোটা মাংসর আশায়, বোচার চাউনি হেই কুত্তার লাহান, অহনো মুখ বাড়ায় নাই কিন্তু লোভটা বুঝা যায়। হেইদিন ঘরে ফিরনের সময় বোছা লেকত কয় - কি গো রহিমার মা হুনালাম তোমার ঘরে নিত্যই চোর আহে, কি বেসাদ লুকাইয়া রাখস ঘরে?

চোর না ভাইসাব, আমার শ্বাশুড়ি ঘুমের মইধ্যে আবোল তাবোল খোয়াব দেখে।

শ্বাশুড়ির দোহাই দিও না রহিমার মা। আমি কই কি তোমার চকিটারে টাইট দেও, কোনদিন ভাইঙা-ছাইঙা পড়ে ঠিক নাই; চাও যদি আমিই না হয় হাতুড়ি-বাটাইল লইয়া আইসা তোমার খেদমত করি।

কি শরমের কথা - গোলামের পুত্রের কোন লজ্জা শরম নাই।... বোছা লেকতের ভরসায় বিছানাপত্র নিয়া রহিমার মা তত ভাবে না। আর কি আছিল তার ঘরে? একটা মস্ত আয়না আছিল; রহিমার বাপেরে এক পেসেঞ্জার সাইখা দিছিল। রহিমার বাপ কয় - আয়নায় আমার কাম কি? পেসেঞ্জার কয় - এই আয়নায় খালি নিজের মুখ না সারা দুনিয়া দেখা যায়।

সত্যি হেই আয়নায় হারা দুনিয়া দেখা যাইত... পদ্মার পাড়ের হেই কুসুমপুর গ্রাম, হেই সুপারি গাছ, করমজা বাগান, বড়ই গাছ...তার মইধ্যে একটা গাইছা মাইয়া উইঠা টসটসা বড়ই পারে। আর কি? আর বাইয়া মাসে ক্ষেত-খামার যখন পানিতে তলাইয়া যায় তখন হেই ভরা বিলে পূর্ণিমা রাইতের আসমানের তারার লাহান হাজার হাজার শাপলা ফুল ফুইটা আছে। পোলাগ লগে পাল্লা দিয়া গাইছা মাইয়াটা বিল থেইকা শাপলা-শালুক তোলে, হেই শাপলায় মালা গাইখা নিজের গলায় পরে..... সেই দুনিয়া দেখা আয়নার কথা, না সেই শাপলা-শালুকের কথা ভেবে রহিমার মা কাঁদতে থাকে ঠিক বোঝা যায় না।

বালতি থেকে বুড়ি নিজেই পানি তুলে খায়, শুকিয়ে আসা কঠনালি পানি পেয়ে চনমন করে ওঠে। বুড়ি বলে - সব আল্লাহর লীলা খেলা, কেয়ামতের আর বেশি দেরি নাই - চারদিকে খালি পাপ, পাপ আর পাপ। বন্যা তুফান এই গুলান হইল পাপের শাস্তি; পাপে বাপেরে ছাড়ে না। নূহনবীর সময় তার কথা কেউ ছনে নাই, বেশুমার পাপে দেশ ভইরা গেছিল - চারদিকে মারামারি কাটাকাটি, একজনের বউ-পোলাপান আরেকজন নিয়া যায়, ঘরে ঘরে বেশ্যা, মায়ালোকে মদ খায়, যার তার সাথে জ্বিনা করে, তওবা তওবা। আল্লায় কয় রাখ, দেখাই তগ মজা।.....

শ্রোতা না পেলে বুড়ি নিজেই মনেই কথা বলে যায়, তবে তার এখনকার বয়ান পরোক্ষভাবে রহিমার মাকে শোনানোর জন্যে; রহিমার মাকে ইদানিং সে বোচা লিয়াকতের সাথে কথা বলতে দেখেছে, শুধু কথা ন-দুজনে হাসাহাসি ঢলাঢলি। বুড়ি মনে মনে ভাবে - পরপুরুষের লগে কিয়ের অত হাসাহাসি ঢলাঢলি? আইজকা হাসছে কাইলকা হাতে ধরব পরশু কাপড় খুলব। বোছা লেকতের পয়সা আছে, পয়সাওয়ালা মাইনসে পাঁচ-সাতটা বান্দি-দাসি রাখে। তুই ত মাগী বান্দি না তুই হলি আসক আলীর বউ, ঘরের মইধ্যে বাল-বাচ্চা-জামাই রাইখা তর এখন বোছা লেকতের বান্দি হওনের শখ হইছে.....বুড়ি এসব কথা মনে মনে ভাবে, বলতে সাহস হয় না। রহিমার মাকে সে ভয় পায়, তাই আবার নূহ-নবীর বয়ান ধরে; নবী-রসুলের বয়ানে মানুষের আত্মশুদ্ধি হয়।

আল্লায় কয় রাখ দেখাই তগ মজা। নূহ নবীরে আল্লায় আগাম খবর পাঠাইল - হে নবী তোমার রাজ্যপাট পাপের সাগরে ভাসতছে, মানুষে মানুষে মারামারি-কাটাকাটি করতছে, মায়ালোক যার তার লগে জ্বিনা করতসে, তোমার কথা কেউ ছনে না। আমি তাগরে শাস্তি দিতে চাই।

নূহ নবী কয় - কি শাস্তি হজুর?

আল্লাহ কয় - হাজার হাজার মাইল উচা একটা বান আসবে দুনিয়ায়। এই বানের পানিতে সবকিছু ভাইসা যাবে; মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখি সবাই মইরা যাবে, সব পাপী-তাপী ধুইয়া মুইছা শেষ.....

নূহ নবী কয় - পরোয়ার দিগার সব ধুংস হইয়া গেলে এই দুনিয়া বিরান হইয়া যাবে আপনার এই সাধের দুনিয়া খা খা করবে.....

আল্লাহ তার নবীরে কয় - দুষ্ট গরুর চাইতে শূন্য গোয়াল অনেক ভাল....পাপীর বংশ আমি চাই না, আমি পাপীর বংশকে নির্বংশ করব।

নূহ নবী কান্দে আর কয় - হে রহমানের রাহিম, পরোয়ার দিগার কিরপা করেন; একটা সুযোগ তাগরে দেন।

আল্লাহ কয় - কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না, কয়লারে আগুনে পুড়াইয়া ছাই বানাইতে হয়, ধোয়া-পাকলা কইরা কোন লাভ নাই.....

আল্লাহ কত ছইয়া নূহ নবী খালি কান্দে, নবীর কান্দন দেইখা বনের পশুপাখি, লতাপাতাও কান্দে, আল্লাহর মন নরম হয়।

আল্লাহ কয় - বানের কতা যখন উঠছে তখন বান সত্য সত্যি আসবে, পাপের শাস্তি পাইতেই হইব। তুমি এক কাম কর - একটা বড় নৌকা বানাও, হেই নৌকায় আঠার হাজার মকলুকাত থেইকা এক জোড়া কইরা জীবজন্তু তোলা জোড়ার একটা মাইয়ালোক একটা পুরুষ, বানের পর এগ থেইকা আবার নতুন বংশ পয়দা হইব.....

আল্ বুড়ি চুপ কর, পেটে নাই ছটাক দানাপানি গলায় অত জোর পাস কই; তর নবীর পৈচাল ছইনা আমার কাম কি? তর গোয়াত নাই কাপড়, তুই বালের মইধ্যে মাখস আতর.....চাইল নাই ডাইল নাই মরার মেছের মইধ্যেও বারুদ নাই, এখন আমি রান্দি কি খাই কি?

আরেক গোলামের পুতে সকালে রিকশা লইয়া বাইর হইছে অহন ফিরনের নাম গন্দ নাই...কোন জাগায় বইয়া

হোলা মুড়ি খায় আল্লায়ই জানে....

মা আমি মুড়ি খামু ... মা আমি মুড়ি খামু.....রহিমার মা'র পাঁচ বছরের ছেলেটা ক্ষুধায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, মায়ের মুখে মুড়ির কথা শুনে সে জেগে উঠেছে। কিন্তু আরাধ্য মুড়ি কই? নেই। সামনের রাস্তায় হাঁটু সমান পানি এই পানির ওপর দিয়ে তির তির করে চলে যাচ্ছে স্কুটার বাস ট্রাক টেন্ড্রি আর রিকশা। রিকশা ছাড়া অন্যসব যানবাহনের কোন সমস্যা হচ্ছে না; রিকশাওয়ালাদের খুব সমস্যা, নানা খানাখন্দে ভরা রাস্তা যেন ল্যান্ড মাইন পোতা এখানে সেখানে। রিকশাওয়ালারা রিকশা থেকে নেমে টেনেটেনে রিকশা নিয়ে যাচ্ছে, টানতে নিশ্চয় তাদের খুব কষ্ট হয়, ছেলেটির বাবা আসক আলীও এরকমভাবে কোন রাস্তায় রিকশা টানছে, পেছন দিয়ে ঠেলা দেবার লোক থাকলে সুবিধা হতো, বড় হলে কুদ্দুস তার বাবার রিকশা ঠেলবে। আধো ঘুমে জাগরণে নটরডেম কলেজার সামনের এই ফুটপাথে তাদের এই নতুন ঘর-গেরস্তালির মধ্যে শুয়ে শুয়ে কুদ্দুস যখন এসব কথা ভাবছিল তখন তার মায়ের মুখে মুড়ির কথা শুনে তার ক্ষুধা চনমন করে ওঠে....

মা আমি মুড়ি খামু আমরা মুড়ি আইন্না দেও...মা আমি মুড়ি খামু...ছেলের ঘেন-ঘেনানিতে রহিমার মা'র মাথায় রক্ত উঠে যায়, শুধু কি ছেলের ঘেনঘেনানি? এর সঙ্গে বুঝি যোগ হয়েছে আরো নানা ক্ষোভ, আশাভঙ্গের যন্ত্রণা। এসব আছড়ে পড়ে ছেলের পিঠে। ছেলেটি পড়ে পড়ে মার খায়। অন্য সময় হলে সে ছুটে পালিয়ে যেত কিন্তু এখন পালাবার জো নেই, চারদিকে থৈ থৈ করছে পানি।

বুড়ি টেঁচায় - আল্ মারিস না ল, পোলাডারে মারিস না, মাইরা মাইরা পোলাডারে শেষ কইরা দিলি।

মারমু গোলামের পুতেরে আমি মাইরা শেষ কইরা দিমু.....কথায় কথায় খিদা লাগে খিদা.....

গোলামের পুত কইস না, আমার পোলায় কেউর গোলামিকরে না, বান্দির পুত ক....তুই ত হইলি একটা বান্দি....

আমি বান্দি? আর তুই কি ল বুড়ি মাগি? তুই হলি বড় বান্দি, বুইড়া ছিনাল; আমি কাম কইরা ভাত খাই। আর তুই কি করছস? তুই দিনেরবেলা হোটোলে হোটোলে মশলা বাটছস আর রাইতে হোটেলের মেসিয়ারগ লগে আকাম করছস। তুই অহন আমারে কস বান্দি, আমি তরে না খাওয়াইলে কবে তুই মইরা পইড় থাকতি।

আমি তরটা খাই না, আমি আমার পোনারটা খাই। তর কামাই যান আল্লায় আমারে না খাওয়ায়...তুই আমারে কস আমি হোটেলের মেসিয়ারগ লগে আকাম-কুকাম করছি? আজকা আসক আলী আছক! তর এই কথার বিচার না করলে আমি নিজের কইলজায় নিজে পাড় দিমু।

আল্ গুস্তি মাগি তরে আটকাইছে কে অহনই দেস না পাড়....

আমি গুস্তি না তুই গুস্তি, আমি কিছু জানি না মনে করছস? বোছা লেকতের লগে তুই রোজ এক দফা আকাম কইরা হেইররপর বাইত আসস, আজকা আসক আলীরে কমু এইটার একটা রফা-দফা করতে। বুইড়া বেটার লগে তর কিসের অত আসনাই....

এসব খিস্তি খাউড়ে, ঝগড়ায় পথচারীদের যাত্রায় কতটুকু বিঘ্ন ঘটছে বোঝা যায় না, পথচারী বলতে পানি ভেঙ্গে চলে যাওয়া যানবাহনগুলো; এদের হর্ন রিকশার টুং টাং ধ্বনি আর বাসের কন্ডাকটরের হাঁক-ঢাক ছাপিয়ে ঝগড়ার শব্দমালা বেশিদূর এগোয় না; তবু ওদের শ্রেণীর দু-একজন মোটে মজুর দাঁড়িয়ে যায়। মা আর বুড়ির ঝগড়ায় কুদ্দুসের কান্না থেমে যায় কিন্তু চোখে পানির দাগ লগে থাকে, ছেলেটি ভাবে - এ ঝগড়ায় একদিকে ভালই হয়েছে, মা তার থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছে। হঠাৎ সে আবিষ্কার করে তাদের সহযাত্রী মুরগীটার পাছার নীচে একটা ডিম - মুরগীটা কোন এক ফাঁকে ওটা ঝেড়ে দিয়েছে, ভাগিস ভাগেনি।

কুদ্দুস চৈচিয়ে ওঠে - মা মুরগি ডিম পাড়ছে....মা দেহ মুরগি ডিম পাড়ছে....হঠাৎ ডিমের আবিষ্কারে ওদের ঝগড়া থেমে যায়। এসব ঝগড়া, বকাঝকা নতুন কিছু নয়; ওদের প্রত্যহিক জীবনের স্বপ্ন-সাধের সঙ্গে নৈমিত্তিক দৈন্যতার যে দ্বন্দ্ব তারই স্ফূরণ ঘটে ওদের শব্দে, ঝংকারে।

আলু সেদ্ধ করবে বলে রহিমার মা দেশলাইয়ের প্রায় অর্ধেক কাঠি শেষ করে ফেলেছিল, কিন্তু বারুদগুলো এই বৃষ্টি আর স্যাৎস্যাতে আবহাওয়ায় মূমূর্ষ হয়ে পড়েছিল; ওদেরকে চাঙা করতেই বুঝি রহিমার মা দেশলাইয়ের বাগ্গটা দুই উরুর মাঝখানে গুঁজে রেখেছিল, আর কি আশ্চর্য এখন এক ঝটকাতেই মূমূর্ষ বারুদ চাঙা হয়ে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দিল। রহিমার মা কায়দা করে সেই আগুন আবার ছড়িয়ে দিল কাগজে তারপর কাগজ থেকে লাকড়ি-বাকড়ির ভাগাড়ে। আলু আগে থেকেই হাঁড়িতে বসানো ছিল, এখন তার সাথে যোগ হলো ডিম। মুরগীটা পাশে বসে নির্বিকার ভঙ্গিতে এ দৃশ্যটি দেখে - দড়ি দিয়ে তার একটা পা বাঁধা, গিট খুলে দিলে সে বোধহয় কোথাও যাবে না, হাঁস হলে অবলীলায় এ ড্রেন উপচানো ময়লা কালো পানি থেকে উবু হয়ে খুঁজে নিতে পারত নিজের খাবার দাবার। এখন সে তার প্রভুদের মতেই বানভাসী।

আলু সিদ্ধ হতে সময় লাগে, ডিমটা ওরা আগেভাগেই নামিয়ে নিয়ে তিনজনে ভাগ করে খায়। পেটের ভেতরে

সবাইই গুড়গুড় শব্দ হয়; স্বপ্ন খাবারে যকৃতের দুর্বল কলকজাগুলো দ্রুত নড়াচড়া করে আবার ঝিমিয়ে পড়ে।

আকাশ দেখে বোঝার উপায় নেই বেলা এখন তিনটা, ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশ। দক্ষিণের মেঘটা ঘোট পাকাচ্ছে, যে কোন সময় তেড়ে আসবে। বৃষ্টি হলেই রহিমার মা অস্থির হয়ে ওঠে; আর এক হাত পানি বাড়লেই তাদের এই ফুটপাতের সাধের বসতবাটিটুকু ভেসে যাবে। কোথায় যাবে তখন? দুই দুইটা আশ্রয়কেন্দ্র থেকে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে জায়গা নেই বলে, এখন এই আশ্রয়টুকু ডুবে গেলে আর কোথাও দাঁড়বার জায়গা থাকবে না। রহিমার মা ভাবে - আল্লার এইটা কেমন বিচার বিবেচনা; কেন তার পিয়ারের বান্দারে এত মসিবতে ফালায়? যত বালা মসিবত এই গরিবের ওপর কেন? গরিব কাম করে ভাত খায়, তার বেড়ার ঘর কেন ভাইঙ্গা পড়ে, টিনের চাল কেন ঝড়ে উইড়া যায়? এই যে উচা উচা বিল্ডিং সামনে খারায় আছে হেইগুলার কিছু হয় না কেন? আল্লায় কি একটা ভূমিকম্প দিয়া এই ইমারত ভাইঙ্গা গুড়িয়া দিতে পারে না? পারে, কিন্তুক দিব না, দিলে বড়লোকের কষ্ট হইব। আল্লায় বড় লোকেরে বেশি মহম্মত করে, নাইলে বন্যা না দিয়া একটা ভূমিকম্প দিলেই পাড়ত, বন্যায় কষ্ট হয় গরিবের, মরণ হয় গরিবের; বড়লোকের কোন অসুবিধা নাই - তারা উচা বিল্ডিংএ বইসা গরম গরম খিচুড়ি খায় ঘি দিয়া, আর গরিব গু এর দলার মতন পানিতে ভাসে।

একটু পরেই ঝামঝাম করে বৃষ্টি শুরু হয়; রহিমার মা ভাবে - আজকা গোসল না করলে আর চলে না, দুইদিন ধইরা নাওয়া খাওয়ার ঠিক ঠিকানা নাই, কতবার যে ঘামে শরীর জবজবা হইছে মালামাল টানাটানি কইরা! শরীর খেইকা এখন বদ গন্ধ বাইর হইতাকে: মারার চুলকানিঅ হইছে বোধহয়, নানান জগায় শরীর কুটকুট করে। এই ময়লা পানি গায়ে লাগান যাইব না, তাইলে সারা শরীর বিখাউজে ভাইরা যাইব। বিষ্টির মইধ্যে খাড়াইয়া থাকলেই গোসল হইয়া যায়; কিন্তু দিন-দুপুরে এই রাস্তার মইধ্যে খাড়াইয়া গোসল করে কেমনে? রাস্তায় শতে শতে মানুষ মাইয়া মাইনষের ভিজা শরীর দেখতে গিয়া আবার টারফিক জাম লাগাইয়া দিব। পুরুষ মানুষ গুলান হইল কুত্তার জাত, মাংস দেখলেই জিহ্বা দিয়া লালা পড়ে। সন্ধ্যার আশায় থাকন যাইব না, সন্ধ্যার সময় বিষ্টি যদি না আহে? সন্ধ্যায় গোসল দিলে আবার জ্বর-জ্বরিত হইয়া যাইতে পারে.....

বৃষ্টি আরো বাড়ে, এখন মুখলধারে নেমেছে। এতে ভালই হয়েছে, একটা পাতলা আবরণ তৈরি হয়েছে। রহিমার মায়ের আন্তানা যেখানে তার দুরেই একটা ল্যাম্পপোস্টের উচু পিলার মাথা তুলে আছে, রহিমার মা সেই পিলারে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভেজে। অজস্র বৃষ্টির ধারা তার শরীরের আনাচে কানাচে প্রথমে শিহরণ তারপর স্বস্তি এনে দেয় তার দেখাদেখি ছেলেটাও পাশে এসে দাঁড়ায়। রহিমার মা তাকে বাধা দেয় না। মা-ছেলের স্নানের এই অপূর্ব দৃশ্যটি কারো চোখে পড়ে বলে মনে হয় না। পথিক নানা বিচিত্র সমস্যায় আক্রান্ত, এ মুহূর্তে বৃষ্টি বাঁচিয়ে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোই তাদের লক্ষ্য। কেবল বুড়িকেই এ দৃশ্যটি লোভাতুর করে তোলে, সেও বায়না ধরে ওদের সঙ্গে গোসল করবে। কুঁজা বুড়িকে এ পর্যন্ত টেনে আনা সম্ভব নয়, প্রথমে ধমকালেও রহিমার মা আবার দু-পাতিল বৃষ্টির পানি জমিয়ে বুড়িকে গোসল করিয়ে দেয়। আরো দু'পাতিল পানি পান করার জন্যে তুলে রাখে।

রাত ছাড়া প্রাতকৃত্য করার সুযোগ নেই ওদের, অন্ধকারে এক কোণে বসে গেলেই হলো; ময়লা জল পুরিষগুলোকে বুকে নিয়ে বেড়ায় এখানে সেখানে, স্নানের সময় ওরা কিডনির জমে থাকা পানি একেবারে উপর করে দিয়েছে। পেট এখন গির্জার ঘন্টা নয়, স্কুলের ছুটির ঘন্টার মতো ক্ষুধা জানান দিচ্ছে। কাপড় পাল্টে ভেজা কাপড়গুলো বন্ধ দোকানরে সাটারের গায়ে গুঁজে দিয়ে রহিমার মা সেদ্ধ আলুর খোসা ছড়াতে বসে। বুড়ির মুখে লালা জমে যায়, সে কুদ্দুসের মতো অর্ধৈষ হতে পারে না। রহিমার মা যখন খোসা ছড়ানো আলু আর লবন তার সামনে দেয়, কৃতজ্ঞতায় মনে মনে সে তাকে ক্ষমা করে দেয়।

মুরগিটা বসে বসে ঝিমঝিম, থালা বাটির টুং টাং শব্দে সে জেগে উঠে চোখ মেলে তাকায়। বুড়ি মুরগিটাকে ছোট্ট এক টুকরা আলু এগিয়ে দেয়। কিন্তু মুরগিটা আলু মুখে নিয়ে আবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যেন এ রকম অখাদ্য সে কস্মিনকালেও মুখে দেয়নি। কুদ্দুস কি মনে করে আলুর খোসাগুলো মুরগিটার কাছে ছুঁড়ে দিতেই ওগুলো গপগপ করে খেতে শুরু করে। বুড়ি মুরগিটাকে উদ্দেশ্য করে বলে - আল্ মাগি বালা জিনিস খাবি কেন, খাবি হইল গু-গোবর...তার ছুঁড়ে দেয়া আলুটি না খাওয়ায় বুড়ি বেশ আহত হয়েছে বলে মনে হয়।

ঠিক এ মুহূর্তে একটা পাগল এসে দাঁড়ায়...সুমনের দেখা সেই পাগল....

এক মুখ দাড়িগৌফ

অনেক কালের কালো ছোপ ছোপ

জট পরা চুলে তার উকুনোর পরিপাটি সংসার

পিচুটি চোখের কোনে দৃষ্টি বিশ্বরণে মগ্ন.....

পাগলটির চোখ গর্তে বসে গেছে অনেকদিনের ন-ঘুমানোর চিহ্ন তাতে - কণ্ঠহাড় বেড়িয়ে আছে, চুপসে যাওয়া পেটে কোন দানা পানি পড়েছে বলে মনে হয় না। সারা শরীর তার ভিজে একাকার। চুল দাড়ি থেকে টপ টপ

পানি পড়ছে। সে পড়ে আছে একটা ঢোলা হাফপ্যান্ট, বৃষ্টির পানিতে ভিজে সেটা অনেক নিচে নেমে যাওয়ায় হাফপ্যান্টটাকে মনে হচ্ছে থ্রি-কোয়ার্টার।

বুড়ি খেকিয়ে ওঠে - ঐ বেটা যা যা এইখানে কি? যাঃ ঐ পাগল যাঃ.....যেন কুকুর বিড়াল তাড়াচ্ছে। ধ্যানমগ্ন উদাসীন পাগালটির কানে বুড়ির খেকানি পৌঁছেছে কি না সন্দেহ। পাগলটি দূর আকাশে ঘনায়মান মেঘের দিকে দৃষ্টি মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে; তার প্যান্ট থেকে নিঃসৃত পানি ছড়াতে থাকে চুলার কাছটাতে। এবার রহিমার মা মুখ খোলে - ঐ বান্দির পুত কানে কথা যায় না, আমার চুলাডা ত নিভাইয়া দিলি, এইখানে মরতে আইসছ কেন গোরস্থানে গিয়া মর। যা....যা....

রহিমার মায়ের শেষ কথাটা বুঝি পাগলের কানে পৌঁছে, সে কি মনে করে হা হা করে হেসে বলে - গোরস্থান থেকেই তো উঠে আসলাম, ওখানেও পানি আর শত শত লাশ, গুলিবিদ্ধ লাশ, চোখ বাঁধা, হাত-পা বাঁধা লাশ, নূর হোসেন আমাকে বলে - আজম যা জিরো পয়েন্টটা দেখে আয় ওখানে কোন লাশ আছে কি না?

নূর হোসেন - জিরো পয়েন্ট কোন লাশ নেই।

নূর হোসেন সারা দেশটাই এখন জিরো পয়েন্ট

সারা দেশটাই এখন আজিমপুর গোরস্থান

....আবার আসব ফিরে - ব'লে সজীব কিশোর

শার্টের আঙ্গিন দ্রুত গোটাতে গোটাতে

শ্লোগানের নিভাঁজ উল্লাসে

বারবার মিশে যায় নতুন মিছিলে, ফেরে না যে আর।

একটি মায়ের চোখ থেকে

করণ প্লাবন মুছে যেতে না যেতেই

আরেক মায়ের চোখ শ্রাবণের অব্যবহিত আকাশ হ'য়ে যায়।

একটি বধুর

সংসার উজাড় করা হাহাকার থামতে না থামতেই, হয়,

আরেক বধুর বুক খাঁ-খাঁ গোরস্থান হয়ে যায়,

একটি পিতার হাত থেকে কবরের কাঁচা মাটি

ঝ'রে পড়তে না পড়তেই

আরেক পিতার বুক-শূন্য-করা গুলিবিদ্ধ সন্তানের লাশ

নেমে যায় নীরব কবরে।

বারবার ফিরে আসে রক্তাপ্লুত শার্ট

ময়দানে ফিরে আসে, ব্যপক নিসর্গে ফিরে আসে.....

রহিমার মা ঘাবড়ে যায়, এ রকম পাগল সে জীবনেও দেখেনি, রাস্তাঘাটে যেসব পাগল সে দেখেছে তাদের সবারই খুব মুখ-খারাপা....বস্তির মইধ্যে যে গইন্না পাগল আছে একবার চোপা শুরু করলে আর থামে না, কেউ চুপ করতে কইলে তার মায়েরে-বইনেরে আর চৌদ্দ গুটির মইধ্যে যত মাইয়ামানুষ আছে হগলের পেট বানাইয়া দেয়। অখন এইটা আবার কোন কিসিমের পাগল আয়া জুটল! আহায়ে এই রকম মানুষ পাগল হইল কেমনে, তেনার বাড়ি ঘর আত্মীয়স্বজন কই? অহন খেদায়া দিলে লোকটা যাইব কই, মইরা পানির মইধ্যে ভাইসা থাকব.....

প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার পর বুড়ি বলে - এই সব পাগল ছাগলের ঔষধ হইল গরনের লারকির মইর, পিডের মইধ্যে যহন লারকির বারি পড়ব তহন হিলায়ের মতন দৌড়াইব।

কুদ্দস এতক্ষণ চুপ করে ছিল, পাগলদের সে ভীষণ ভয় পায়। একবার তাদের বস্তির গইন্না পাগলারে খেপাতে গিয়ে সে তার খপ্পরে পড়ে গিয়াছিল, গণি তার অভ্যর্থনা এমন জেরে চেপে ধরেছিল কুদ্দুসের বাবা সময়মতো এসে না ছাড়াতে হয়তো তার বিচি গলেই যেত। কুদ্দস বুড়িকে বলে - আমার কাছে একটা গারনের লারকি আছে....

বুড়ি বলে - রাখ সবুর কর অহন বাইর করিস না আসক আলি আলুক তার পর বুঝব কত ধানে কত চাইল। পাগলের গোয়া দিয়া লারকি ঢুকাইয়া দিতে কম.....কুদ্দুস বুঝি সে দৃশ্যটির কল্পনা করে খকখক করে হাসে।

এসব কথায় রহিমার মা বুড়ির ওপর ক্ষুব্ধ হয়, সে বলে - আল্ হারামি মাগি চুপ থাক, এইটা গইন্না পাগল না।

একটা পাগলের সামনে বুড়িকে মাগি বলায় তার বুঝি আঁতে ঘা লাগে, সে বলে - সব পাগলই এক, পাপে

বাপেরে ছাড়ে না, বড় কবির গুনাহ করলে মানুষ পাগল হয়....এই পাগলে কবির গুনাহ করছে, এর ধাক্কা দিয়া রাস্তার মইধ্যে ফলাইয়া দে....

চুপ বুইড়া মাগি, আর একটা কতা কইলে তরে পানির মইধ্যে ফালায়া জাতা দিয়া মারমু - রহিমার মা ক্ষেপে ওঠে।

পেটে খাবার পড়ায় বুড়ির কঠও আগের চেয়ে জোরালো হয়েছে, সে বলে - আল্ বৈতাল মাগি পাগলের লেইগা তর এত মহব্বত কেন? তর বাপ না বাই লাগে, না ভাতার লাগে?

রহিমার মায়ের মাথা রাগে ঝিমঝিম করে ওঠে, সে তার ছেলেকে বলে - কই রাখসছ গরানের লারকিটা? আমার কাছে দে, দে কইতাছি -আইজকা বুড়িরে মইরা আমি জেলে যামু তর চোপায় কত জোর হইছে আমি দেখমু!....কই রাখসছ গরানের লারকিটা.....

বুড়ি রহিমার মায়ের রুদ্র মূর্তি দেখে ভয়েই বুঝি চুপসে যায়, সে ভাবে - আসক আলীর দেহা নাই, জুয়ান মাগিটা যদি রাগারাগি কইরা পোলাডারে লইয়া চইলা যায় তাইলে তার এইখানেই মইরা পইড়া থাকতে হইব, অহন আবার গরানের লারকির বারি যদি পিঠের মইধ্যে পড়ে তাইলে গুজা পিঠ আর সোজা অইব না!.... বুড়ি আগে মার খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করেই বুঝি রণেভঙ্গ দিতে কান্না জুড়ে দেয়....ও আমার আল্লা গো, আমারে কোনখানে ফালায়া রাখছো তুমি গো....কেন আমারে উঠায়া নিয়া যাও না....ও আমার আল্লা গো.....

পাগলটা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন বিড়বিড় করছিল নিজের মনে। চারপাশের এতসব ঘটনায় সে একেবারেই নির্বিকার। বুড়ির কান্না শুনেই বুঝি তার গান মনে আসে...পাগল গলা খুলে গান ধরে...

আমার মন মজাইয়া রে দিল মজাইয়া

মুর্শিদ নিজের দেশে যাও

...ও মুর্শিদ

একে আমার ভাঙ্গা নাও

তার উপরে তুফান বাও

পলকে পলকে ওঠে পানিরে

কইয়ো দয়ালের ঠাই

এই তরির ভরসা নাই

লাহুর দড়িয়া নিতে পারি রে....

পাগলের গান শুনে বুড়ি প্রথমে কাঁদতে ভুলে যায়, তারপর কি জানি কেমন করে এ গানের কথা-সুর তার প্রতিদিনের দৈন্যতার ঘায়ে তিক্ত মনের শুষ্ক ঝর্ণাতলে গিয়ে হানা দেয় - বুড়ির দু'চোখ বেয়ে ঝরঝর করে পানি বইতে থাকে। গান শেষ হলে বুড়ি রহিমার মাকে বলে - পাগলডারে দুইড়া আলু দেস না রহিমার মা, পেটটা পইড়া আছে....

রহিমার মা পাগলটাকে দুটি আলু দেয় খোসা ছাড়িয়ে, বাকি দুটি তুলে রাখে আসক আলীর জন্য। পাগলটার যে রকম বড় বড় নখ খোসা ছাড়িয়ে না দিলে নখের মধ্যেই আলু আটকে থাকবে। তিন-চারটা নীল ডুমো মাছি আলুর ওপর বাট করে হামলে পড়ে আবার অনতিদূরে কোথাও গিয়ে বসে, আলু শেষ না হওয়া অব্দি ওরা পালাক্রমে এ কাজটি করে যায়। তারপর গিয়ে বসে পাগলের ঠিক মাথার পেছন দিকে - ওরা ওখানে একটা ঘা খুঁজে পেয়েছে।

আলু দুটি মুহুর্তেই সাবার হয়ে যায়, রহিমার মায়ের ইচ্ছে করে বাকি দুটি আলুও পাগলটাকে দিয়ে দেয় কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। পাগলের জন্য দুটোই বাড়তি পাওনা, খাওয়া শেষ করে পাগলটি পরপর তিন গ্লাস পানি চেয়ে নেয়।

বুড়ি এতক্ষণ খাওয়া দেখছিল এবার জিজ্ঞেস করে - তোমার নাম কি মিয়া, বাড়ি ঘর কই?

পাগল উত্তর দেয় - আমার নাম-ধাম তোমার জানার দরকার নেই, কালো মেয়ে।

আমি সাদা কি কালো, হলদে কি বাদামী,

সবুজ কি বেগুনি

তাতে কি এসে যায়? ধরে নাও আমার কোন বর্ণ নেই

আমি গোব্রহীন। বলা যায় আমি শুধু

একটা কঠম্বর, যা মিশে থাকে ঘন কালো অরণ্যের

লতা-পাতায়, ঝিলের টোল খাওয়া পানিতে

হরিণের মুখ রাখার ভঙ্গিমায়.....

শামসুর রাহমানের এ দীর্ঘ কবিতাটি পাঠ করতে করতে সে দাঁড়িয়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার সেই অদেখা কলো মেয়েটির প্রতি সে নিবেদন করে চলে কবির পঙক্তিমালা। বৃষ্টি আরো জোরে নেমেছে, বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশে যায় কবিতার শব্দ।

বুড়ি বলে - পোড়া কপাল আমার, পাগলরে জিগাইলাম নাম আর হয়ে পড়ে পুঁথি। মাথার যন্ত্রপাতি সব নষ্ট হইয়া গেছে। ঠিক হওনের কোন আশা নাই, আহা...কার মার পুত জানি ঘর ছাড়া হইছে। অ রহিমার মা পাগলে যদি হারা-রাইত এইরকম বকবক করে তহন ঘুমাইবি কেমনে? পাগলরা ত রাইতে ঘুমায় না। আসক আলী আইলে ক রিসকাত কইরা কমলাপুরে নিয়া ছাইড়া দিয়া আইতো।

কুদ্দুস খুব মনযোগ দিয়ে পাগলটাকে দেখছিল, পাগলকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। সে বুড়িকে বলে - না ছাইড়া দিওনের দরকার নাই, আমি এই পাগলডারে পালমু।

বুড়ি ক্ষেপে গিয়ে বলে - আরে মগার ঘরে মগা পাগলে কি মুরগির ছাও যে তারে পালবি, বড় করবি আর হয়ে তরে দিনে দিনে ডিম দিব? পাগল আর হাতি পালন একই কতা। নিজের থাকন খাওনের ভরসা নাই তেনায় আবার পাগল পালব! পাগল হইল ক্ষণে বলা ক্ষণে বুরা, কোনদিন তর বিচির মইধ্যে চিপা দিয়া বিচি গালাইয়া দিব টেরও পাইবি না।

বুড়ির কথায় কুদ্দুস দমে যায় তারপর হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে যাওয়ায় উৎসাহের সঙ্গে বলে - পাগলরে লইয়া আমি ভিক্ষা করমু, টেকা পামু হেই টেকায় আমি পাগলরে খাওয়ামু।

বুড়ি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে - আরে দর্জির ঘরে দর্জি পাগলরে কেউ ভিক্ষা দেয় না পাগলরে মাইনষে দেয় মাইর, গরানের লারকির বারি আর মারে ডিল্লা। ঐ যে চাইয়া দেখ পাগলের মাতার মইধ্যে এক দলা মাছি বইছে - ডিল্লা খাইয়া বুঝি মাথাডা ফাটছে।

রহিমার মা হাঁড়ি-চুলা গোছাতে ব্যস্ত, বুড়ির কথায় তাকিয়ে দেখে সত্যিই পাগলের মাথার পিছনে এক জায়গায় একগাদা মাছি জড় হয়ে আছে মৌমাছির মতো, ওখানে একটা ঘা বৃষ্টির পানিতে ভিজে নরম হয়েছে। মাছির সেই ঘা'র রসাস্বাদনে ব্যস্ত। পাগলের সেদিকে কোন খেয়ালই নেই, সে ক্রমাগত বকেই চলেছে-

.....তোমার কোল আলো করা ছেলে বেড়ে উঠবে

শত্রুর বন্দুকের ছায়ায়

বহরের পর বছর, রাত গভীর হ'লে

স্বাধীনতার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে

স্যাক্সফোনে সে তুলবে তোমার পূর্বপুরুষদের যন্ত্রণার সুর,

জীবনকে মৃত্যুর দেশ থেকে ছিনিয়ে আনার সুর.....

রহিমার মা ভাবে - পাগল ছাগল কই যে এত কথা পায় আল্লায় জানে! রহিমার বাপে আইয়া পাগলডারে দেখলেই খেইপা যাইব আর এইরকম বকবক ছনলে গরানের লারকির বারি একটাও মাটিতে পড়ব না; রহিমার বাপের আবার গোয়া ভরা ছেই - কতায় কতায় রাইগা যায় আবার যহন বলা তহন চুমা-চাটিও কম দেয় না। হারমজাদার একটাই দোষ সবসময় বুড়ির কতায় উঠ-বস করে। আর বুড়ি মাগিরঅ পোলারে দেখলেই কোহানি-পাদানি বাইড়া যায়, হাসা মিসায় পোলার কান ভারি করে। তিন কুড়ি বয়স হইল মাগির মাগার মরণের নাম-গন্ধ নাই, পিছলা খাইয়া মাজাটা ভাঙছে তিন বছর হইছে; এই তিন বছর গুজা মাগির জ্বালায় জীবনটা আংড়া হয় গেছে। বইয়া বইয়া মাগির খালি খাওন আর হগন - মাজা ভাঙছে ত কি হইছে? হাতে একখান লাডি লইয়া কুদ্দুছাইর কান্দে ভর দিয়া সাইদাবাদে যাস না, তর ভাত পরে খাইব। গুজা, কানা আর লুলায় ভিক্ষা পায় বেশি। মাগি হেইসব কিছু করব না বইয়া বইয়া ঠ্যাংঙের উপরে ঠ্যাং তুইল্লা পোলা আর পোলার বউয়ের কামাইম খাইব আর কুটনমি কইরা পোলার কান ভারি করব। তর ত আরেক পোলা জুরাইনে থাকে, যা তার কাছে গিয়া থাক কিছুদিন, না হেইডা না এইহানে এই শেষ কাটাইল্লা পোলার ঘাড়ে চইরা বইসে। মাঝে মইধ্যে মন চায় এই বস্তি ফস্তি ছাইড়া নতুন কোন বিবিসাবেগ বাসায় কাম জুটাইয়া এহানেই থাইকা যাই - কিন্তু থাকন যায় না খালি পোলাডার লেইগা পোলাডারে দেখব কে? পোলারে লগে রাখলে কেউ কমে রাখতে চায় না, কয় - দুইজনের খাওন পিন্দন দিওন যাইব না। হয় খোদা - তাইলে কি পোলারে গলাত টিপ দিয়া মাইরা ফালামু?.....মাইয়াডা আমার মইরা বাঁচছে। এক নিমুনিয়ায় ধরল, চাইরদিনও বাঁচল না। পোলাডারে লইয়া বড় টেনশন লাগে - এমুন বাথটা পোলা; ঘরে থাকতে চায় না, খালি আনাতে বানাতে ঘোরে....কহন কে রোমাল সোঙ্গায়া ধইরা নিয়া বেইচা দিব ঠিক আছে? গেল মাসে হাসপাতাল থেইকা আমিনার পোলাডা চুরি গেল, একদিন হইল বিয়াইছে....আমিনা সকালে ঘুম থেইকা উইঠা দেহে পোলা বুকের কাছে নাই.....হায় হায় মানুষের দিলে কোন রহম নাই, দুধের বাইচ্চারে কেমনে চুরি করে? অহন চখের পানিতে আমিনার বুক ভাসে।...অবইশ্য

বুড়ি থাকনে এক দিক দিয়া ভালই হইছে পোলাডার রাইখা কামে যাওন যায়, না থাকলে পোলাডা কার কাছে থাকত? বুড়ির দোষ একটাই - পোলার কাছে কান-কতা লাগান্তি। আজকা গোলমের পুতের হইলাটা কি? রিসকা লইয়া হেই সকালবেলায় বাইর হইছে, সন্ধ্যা হইয়া আসতাছে অহনো ফিরনের নাম গন্ধ নাই। পানি যেইভাবে বাড়তাছে এইখানে একদিনের বেশি থাকনের উপায় নাই!...মরার পাগলের কাভ দেহ - দিনেদুপুরে মাইনসের সামনে হাগতে বইল....

মা দেহ পাগলে হাগতে বইছে....কুদস খকখক করে হাসে, পাগল পুরিষ ত্যাগ করছে এটা তার কাছে একটা মজার ব্যাপার।

অ রহিমার মা এই কি আপদ আইয়া জুটল, আসক আলী আহেনা কেন? আইলে জলদি এই পাগল ফালায়া দিয়া আইতে ক, বেলাজা বেশরমের কাম দেখ হইগ্গা পানিও লইল না। চখের সামনে গু-এর দলা ভাসলে থাকমু কমনে! ঐ কুদুচ্ছা লাঠিটা দিয়া ঢেউ দে, গু-গুলান দূরে সইরা যাক।

পাগলটা কপাল কুঁচকে বসে আছে মুরগিটার পাশে। এক হাতে পেট চেপে ধরে আছে, বোধহয় পেটে ব্যথা-ট্যাথা হচ্ছে। মুরগিটা ঝিমাচ্ছিল, পাগলটার দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার ঝিমুতে থাকে। কুদুস পানিতে ঢেউ তোলার কাজটি পেয়ে বর্তে গেছে, লাঠিটা দিয়ে সে ক্রমাগত ঢেউ সৃষ্টি করে চলেছে। তার ঢেউগুলো বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির তোলা ঢেউয়ের থেকে দুর্বল।

সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি যাচ্ছে, পেছনে আরো গাড়ির বহর তার কয়েকটায় লাগনো রয়েছে রাষ্ট্রীয় পতাকা। পাগলটা দাঁড়িয়ে উৎসুক হয়ে সে দৃশ্য দেখে। তার উৎসুক্য দেখে মনে হয় পাজারোর ভিতরে বসা কোন পরিচিত মুখ সে খুঁজছে। হঠাৎ কি ভেবে পাগলটি আশ্চর্যান শুরু করে....

.....ঐ দেখে শুয়রের বহর যায়...

শালারা একেকটা শুয়রের বাচ্চা

দাড়িওয়ালা বুড়ো নিজামির কাভ দেখ

পাজারোতে বসে পানের পিক ফেলছে রাস্তায়

শালা একটা রক্তচোষা হয়েনা, ডাকাত....

ঐ যে দেখ স্বাধীনতা বিরোধী মন্ত্রীর পেছনে আরেক মন্ত্রী,

সে নাকি উঠিয়েছিল স্বাধীনতার প্রথম পতাকা

আজ পরিবেশ রক্ষার নামে দেশটাকে বানিয়েছে বধ্যভূমি।

আর ঐ যে ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’ শ্লোগান দেয়া

এক সময়ের জাদরেল নেতা -

মার্কস-লেনিনের জয়ধ্বনি ভুলে এখন

‘জিন্দবাদ’ বলে মুখে ফেনা তোলে

এক সময়ের বিপ্লবী তেজী তরুণরা এখন উচ্ছিষ্টভোগী

সব শালা এখন বনে গেছে চাটুকার

এটা এখন একটা নষ্ট মানুষের দেশ...

বেশ্যা দালাল রাজাকার আর রেপিষ্টে সয়লাব হয়ে গেছে এ জনপদ।

হে প্রলেতারিয়েতগণ তোমরা শুনে রাখ -

এই দেশে আর কখনো সাধিত হবে না

তোমার সাধের বিপ্লব

তোমার আদমজী, খুলনার কাগজের কল

উঠে গেছে নিলামে....

তোমার স্বাধীনতা চুরি হয়ে গেছে আঁতুরঘরে

তোমার রক্তরাঙা পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছে রাজাকারের দল

তোমার আন্দোলন, মুষ্টিবদ্ধ হাত, প্রকম্পিত শ্লোগান

বারবার ধসিয়ে দিয়েছে যে স্বৈরাচারের ভিত

ওরা এখন আরো সংহত,

ওদের চারপাশে এখন

আর্মি পুলিশ বিডিআর র্যাব-চিতা



আর ডেভিড হান্নানের বৃহৎ....  
ওদের হাতে এখন বলসায় একেফটিসেভন রাইফেল।

নূর হোসেন, ডঃ মিলন তোমারাও শুনে রাখ  
নিজের বুক ফুটো করে দিয়ে  
যে গণতন্ত্রের স্বপ্ন তোমারা দেখেছিলে  
তা আমরা পেয়েছি -  
পাঁচ বছর পরপর বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথায়  
নীল রঙের একটা ওয়াটার প্রফ কালির আঁচড়  
পাবার অধিকার - ভোটের অধিকার  
আমাদের ‘মহত্ত্বের অর্জন’  
আর পাঁচ বছরের জন্যে  
যারা দেশটি ইজারা নিয়ে নিল  
তাদের অধিকারের কথা শোন -  
তাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ন্যাম ফ্ল্যাট  
বেড়েছে বেতন ভাতা  
মণ্ডুকুফ হয়েছে হাজার কোটি টাকার ঋণ  
সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষা  
আর নিউইয়র্ক-কানাডা-সিডনিতে  
বাড়ি বানানোর সুলভ সুযোগ  
আর পেয়েছে স্বাধীনতা....অবাধ স্বাধীনতা  
লুটপাট চাঁদাবাজি হত্যা সন্ত্রাসের অবাধ স্বাধীনতা.....

গনি মিয়া তুমি একজন কৃষক  
তোমার নিজের জমি নাই  
তুমি অন্যের জমিতে ফসল ফলাও...  
গনি মিয়া, তোমার সোনালী ফসল ডুবে গেছে বন্যায়  
তোমার ঘর-বাড়ি, শূণ্য গোলা খড়ের মাচা  
ভেসে গেছে বানের তোড়ে, তুমি হয়েছে গৃহহীন।  
ক’দিন পর তোমার নামে তোমার অনাগত সন্তানের নামে  
আই এম এফ থেকে আসবে সহজ শর্তে ঋণ  
যে ভাবে আসে প্রতিবছর তোমার অজান্তে....  
সে ঋণের কানা কড়ির ভাগও মিলবে না তোমার।  
আই এম এফ থেকে তোমার খড়ের চালার দূরত্ব অনেক...  
মাঝখানে নানা দপ্তর-মন্ত্রী-সচিব-পেয়াদা-কেরানী  
আরো অনেক ফুলসেরাতের পুল...  
এসব পুলের দোড়গোড়ায় টোল দিতে দিতে  
আই এম এফের ঋণের একটা ক্ষুদ্র-ভগ্নাংশ  
যখন তোমার দোর গোড়ায় পৌঁছবে...  
ততদিনে তোমার বসতবাড়ির মালিকানা বদল হয়েছে  
তোমাকে দেখা যাবে কমলাপুরে, হাইকোর্টের মাজারে,  
বস্তিতে- ম্যানহোলে, ইট ভাঙ্গার কাজে  
আর এ শহরের সব রকম মিছিলে।

....গনি মিয়া তোমার নবাগত সন্তানটি যখন  
আই এম এফ’র ঋণের বোঝা নিয়ে বড় হতে থাকে

আমাশা-ডাইরিয়া-মশামাছি আর নিমুনিয়ার প্রকোপ ঠেলে  
তখন সে ঋণের বোঝাটি নামাতে চায় ঘাড় থেকে  
কিন্তু পাড়ে না....  
কারণ সুদে-আসলে সে বোঝা  
আগের চয়ে অনেক ভারি হয়ে চেপে বসেছে।  
তারপর একদিন মিছে আশ্বাসে সে রিক্রুট হয়ে যায়  
সেই টোল আদায়কারীদের কোন আস্তানায়....

গনি মিয়া তোমার সন্তান চাঁদাবাজ হলে ক্ষতি কার?  
তোমার সন্তান সন্তাসী হলে ক্ষতি কার?  
তোমার সন্তান তালেবান হলে ক্ষতি কার?  
ক্ষতি তোমার, ক্ষতি আমাদের - এ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর।  
গনি মিয়া কখনো কি ভেবেছো....  
কারা তোমার সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছে কফের সিরাপ?  
কারা তুলে দিচ্ছে গ্লেনেড, টাইমবম, রকেট লাঞ্চার?  
কারা তোমার সন্তানকে পরকালে বেহেশতে ঢোকায়  
অবাধ অধিকারের মন্ত্রণা দিয়ে  
তাকে ট্রেনিং দিচ্ছে মানুষ হত্যার?  
ওরা ...ঐ শূর্যের দল....ইথরেজের প্রেতাত্তা  
লুটে খাওয়া যাদের প্রধান ধর্ম।

আরে পাগলের ঘরে পগল হইছে, এইবার চোপাটারে খান্ত দে। আল্লায় কি ধার দিছে তর চোপার মইধ্যে! পেটে  
নাই তর দানাপানি, তুই গলাত ঝুলাইছস খঞ্জনি। ঠিক বুড়ির কথা না ক্লান্তিতে পাগলটি আবার মুরগিটার পাশে  
গিয়ে বসে বোঝা যায় না।

আসক আলী রিকশা নিয়ে ফেরে ঠিক সন্ধ্যার সময়, অদূরে মসজিদে মাগরেবের আজান হচ্ছে; সেই ধ্বনি  
উপেক্ষা করে ছেলেটি চিৎকার করে ওঠে - বাজান আইছে....বাজান আইছে....রহিমার মায়ের মুখ রাগে থমথমে  
হয়ে আছে....রাগ যে ঠিক কেন বোঝা যায় না।

আসক আলী দু'দিন ধরে রিকশা গ্যারেজে জমা দিচ্ছে না, মালামাল নিয়ে কখন কোথায় গিয়ে উঠতে হয় ঠিক  
নেই; রিকশা সাথে থাকলে টানাটানিতে সুবিধা। মালিককে বহু কষ্টে বলে কয়ে রাজি করিয়েছে, আসক আলী  
বহুদিনের বিশ্বস্ত লোক। কিন্তু সমস্যা হলো, তাকে রিক্সা দিলে আরো দু'একজনকে দিতে হয়। মালিক অবশ্য  
হিসেবপত্র করেই রাজি হয়েছে - কারণ আসক আলীর আড়াই হাজার টাকা তার কাছে জমা আছে, তাছাড়া  
কৃপণ লোকের সাবধানী হয় কৃপন হিসেবে আসক আলীর খ্যাতি আছে গ্যারেজে। তার সৌখিনতার মধ্যে পড়ে  
বিড়ি খাওয়া - যখন তখন নয় হিসেব করে খাওয়া দাওয়ার পর একটা করে। গ্যারেজে যখন থাকে তখন সে  
তার বিড়ির প্যাকেট লুকিয়ে রাখে, ওখানে চেয়েচিন্তে চালিয়ে দেয়।

আজ বিড়ি টানার সুযোগ হয়নি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সারাদিন খেপ মারতে হয়েছে। ছেঁড়া রেইনকোট দিয়ে পানি  
টুকে শার্টলুঙ্গি ভিজে একাকার। অবশ্য আয় উন্নতি ভাল হয়েছে অনেক খেপে ডাবল ভাড়া পাওয়া গেছে। বুড়ো  
পেসেঞ্জার আসক আলীর দুশমন বয়স্ক লোক সে পারত পক্ষে রিকশায় তুলতে চায় না - দরদাম করে বেশি  
বাড়তি দু'এক টাকা বকশিসের কথা তো ভাবাই যায় না। তার পছন্দের পেসেঞ্জার হচ্ছে নবীন প্রেমিক-প্রেমিকা  
হুডটা টেনে পেছনের পদটি ফেলে দিয়ে আস্তে আস্তে প্যাডেল মারো ব্যাস - ভাড়া বকশিস দুটোই পাওয়া যাবে।

এই ল চিড়া মিঠাই আর এই হইল আলু-বাগুন তর মারে ক খিচুরি বসাইতে; বলেই আসক আলী  
পোটলা-পুটলি ছেলের হাতে তুলে দেয়। মনে মনে তার রাগ দানা বাঁধতে থাকে - হারমজাদি মাগি তার দিকে  
একবারও ফিরা চায় নাই হারাদিন কষ্ট কইরা আইলাম কই তাড়াতাড়ি লুঙ্গি-গামছা আগাইয়া দিব, না - হেয়  
চুলার মইধ্যে ফুঁ মারে....

ঐ আসক আলী এই পাগলটারে ফালায়া দিয়া আয়....অন্যান্য বাস্তব-পেটটার সাথে অন্ধকার এক কোণে পাগলটা  
উবু হয়ে বসে আছে। ইতোমধ্যে সে আরো দু'বার পায়খানা করেছে, ডাইরিয়ার লক্ষণ।

পাগল দেখে আসক আলীর মেজাজ খারাপ হয় - কোন আক্কেলে তোমরা পাগল-ছাগলরে জাগা দিলা?

আমরা জাগা দিমু কেন, পাগলডা এইহানে অরদিস অইয়া আইল; বারবার না করলাম পাগল কি আর আমাগ কথা হোনে?... বুড়ি কৈফিয়ত দেয়।

বাজান পাগলে তিনবার হইগা তারাস্থার গোরটা তলাইয়া ফলাইছে, মায় আবার পাগলডারে আলু খাইতে দিছে - ছেলেটা বোধহয় নালিশই করে তার মায়ের বিরুদ্ধে, দুপুরের সেই মারের জন্যেই কি? মা-বেচারি সারাদিন সন্তানের জন্যে রান্না বান্না করে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়ায়, আর সন্তান দিনের শেষে বাবার দেখা পেলেই মায়ের সেই আদার সোহাগের কথা ভুলে গিয়ে বাবার জন্যে অহ্লাদে গদগদ হয়।

পাগলরে আলু খাইতে দিছে - চুতমারানি মাগির যার তার লগেই পিরিত পাগল-ছাগলঅ বাদ নাই। তয় আর আমার সংসারে থাইকা লাভ কি? পাগালের হাত ধইরা বাইর হইয়া যাইতে কও।

আরে না রে আমি ঐ রহিমার মা'রে কইসি পাগলডারে দুইটা আলু দিতে পাগলের পেটটা পিঠের লগে লাইগা আছিল - বুড়ি বুঝি ঘনিয়ে ওঠা ঝগড়ার ঝড়টাকে দুর্বল করে দিতে চায়।

তয় তোমরা দুজনেই পাগল নিয়া থাক আমি যাই।

আরে এত বে রহম হইস নারে আসক আলী, মাথা ঠান্ডা কর। যা হওনের হইছে, আমি কই কি পাগলডারে কাছ-পিছে কোনখানে ছাইড়া দিয়া আয়, আমাশা হইছে দিন ভইরা হগছে, কিয়ের থন কি হয় কওন যায় না - পরে আমরা ঝামেলায় পড়মু।

আসক আলীর মাথা ঠান্ডা হবার বদলে আরো গরম হয়; সারাদিনের পরিশ্রমে সে শান্ত - গত তিনদিন ধরে সে ক্রমাগত বৃষ্টিতে ভিজছে, শরীরের সব কলকজা নড়বড়ে হয়ে গেছে। সে ভেবেছিল খিচুরি হওয়া অন্নি গাটা এলিয়ে পড়ে থাকবে কিন্তু তার আর উপায় নেই।

পাগলরে জাগা দিস্ অখন কোলে লইয়া বইয়া বইয়া বকের দুধ খাওয়াও; পাগল সুস্থ হয়। যাইব, আর তোমাগ দুই মাগির যত্ননায় আমি পাগল হয়। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি।

আমার বাজান এইরকম কতা কইস না। থাক, আজকা রাইতটা থাক - সকালে যাওনের সুমে লগে কইরা লইয়া যাইস, কোনখানে নামাইয়া দিস। অহন আত-মুখ ধুইয়া ইটু হইয়া থাক - জিরান দে।

না, তর পাগল আমি অহনই বিদায় করমু। চুতমারানি পাগল আর জাগা পাইল না, আমার ঘাড়ে আইয়া পড়ল কেন - কুদ্দুছা লাঠিটা দে....

কুদ্দুস লাঠিটা এগিয়ে দেয়। আসক আলী জামা খুলে লুঙ্গিটাকে ভাল করে গিট দিয়ে পড়ে। তারপর লাঠিটা হাতে নিয়ে পাগলের সামনে গিয়ে আশ্ফালন শুরু করে - শুয়রের বাচ্চা, দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে তুই এইহানে কি চাস? যা এইহান থেইকা ভাগ, যা যা.....

পাগলটি গরুর মতো বোবা দৃষ্টি মেলে ফালফাল করে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকারে সে চাহনি আসক আলীর চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে না রহিমার মা'রও। সে মুখ গুজে কাজ করে চলেছে - একটা অসুস্থ পাগলের প্রতি এরকম হীন আচরণে তার মনে জমে উঠেছে ক্ষোভ-ঘৃণা। অতীতের আরো নানা ঘটনার তিক্ত ঘৃণার জমে থাকা মেঘের সঙ্গে যুক্ত হয় আজকের বিষাদ। একটা অভুক্ত মানুষকে খেতে দেয়া আর আশনাই করা এক জিনিস নয় সে কথা কে বোঝাবে স্বামী নামক এই দানবকে? রহিমার মায়ের ইচ্ছে করছে যে বটিটা দিয়ে সে আলু কাটছে সোটার এক কোপে এই দানবের মুণ্ডুটা কেটে ফেলতে। কিন্তু কিছুই করা হয়ে ওঠে না। সে যদি একটিবার ফিরে তাকত তাহলে দেখতে পেত - পাগলটির অসহায় দৃষ্টি একটু সহানুভূতির জন্যে তার দিকেই নিবদ্ধ হচ্ছে বারবার।

পাগলটি কোন হাঙ্গামা ছাড়াই নির্বিবাদে জল কেটে কেটে রাস্তার ওপারে চলে যায় আর বুঝিবা টিলে করে দিয়ে যায় এ সংসারের গ্রন্থি।

এত সহজে সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে ভাবেনি আসক আলী। সে যেন খানিকটা নিরাশই হয়। নৈরাশ্য কাটতেই লুঙ্গির বাঁধন টিলে করতে করতে আসক আলী একটা বিড়ি ধরায়। বন্ধ থাকা দোকানের সার্টারে হেলান দিয়ে সে আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়ে। হাঁটু অন্নি লেগে থাকা ময়লা পানি শুকিয়ে যায়। ভেবেছিল বালটিতে জমানো পরিস্কার পানি দিয়ে পা'টা ধুয়ে নেবে, তা আর হয়ে ওঠে না হয়তো ভুলেই গেছে সে কথা। অযথাই পাগল নিয়ে একটা হাঙ্গামা হলো, যা তা কথা বের হয়ে গেছে মুখ দিয়ে। সে কারণেই বুঝি রহিমার মা পিঠ ফিরিয়ে গৌজ হয়ে কাজ করছে, এ ভঙ্গি আসক আলীর খুব চেনা। অনুতাপের পাতলা সর দানা না বাঁধতেই বুড়ি বলে - একটা বিড়ি দেরে আসক....

আসক আলী উদারতা দেখাতেই বিনাবাক্য ব্যায়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে দেয় মাকে।

বিড়িতে টান দিয়ে বুড়ি বলে - রমজানগ কোন খবর পাইছস?

তাগ খবরে তোমার কাম কি, তারা কি তোমারে জিগায় না পোছে?

না জিগাক, না লউক আমার খবর; পেটের পোলারে বাপ তুই বুঝবি না। তাগর জইন্য মনটা পোড়ায় কবের খন দেহি না এই বানে কই গিয়া আশ্রয় লইল কে জানে!.....বিড়ির ধোয়ার সঙ্গে বুড়ির একটা দীর্ঘশ্বাস যোগ হয়।

ঐ বানচোদ আছে ভালই আমাগ মতন রাস্তায় খাড়ায়া নাই, রমজাইন্নর বউ হইল একটা গুস্কি - গুস্কিগ থাকনের জাগার অভাব নাই।

আরে ঐ ছিনালটা অরে জাদু-টোনা কইরা ভেউরা বানায় রাখছে - আগে মাসে দুই মাসে একবার আইয়া মার খোঁজ-খবর নিত অহন চক্ষের দেহাটাঅ দেহে না....বুড়ির চোখ জলে ভরে ওঠে। এত সহজে এরা কাঁদে না, বিড়ির ধোয়াতেই বুঝি বুড়ির মনটা আর্দ্র হয়।

ঐ চুতমারানি অহন ডাইলের কারবার করে, সব লোচ্চা-বদমাইশ আর পুলিশের লগে ওঠা-বসা। মাইয়াডারেঅ বানাইছে ছিলান। সন্ধ্যা হইলেই ঠোটে রং লাগায়া পার্কে পার্কে ঘোরে।

হায় হায় কস কি!

আরে আমার নিজের চউখে দেহা -ঐদিন খেপ নামাইতে গিয়া দেহি চেংড়া এক পোলার হাত ধইরা পার্কের ভিতরে ঢুকতাছে।

তুই কিছু কলি না?

আমি আর কি কমু যেমুন গরু তেমুন বাছুর। মা ছিনালগিরি করছে মাইয়াঅ ছিনালের খাতায় নাম লেখাইছে - এইটা আর আশ্চর্যের কি!

আরে রমজাইন্নরে তুই আমারে না জিগায়া ছিনালের গুপ্তির মইধ্যে গিয়া বিয়া করলি বারবার তরে কইলাম ছাইড়া দে বাজান, পুরুষ মানুষ দশটা বিয়া করলেই কি! তুই আমার কতা ছনলি না...অহন দেক তর জিন্দেগিটা গরবাত হইল.....বুড়ি এমনভাবে কথাগুলো বলে যেন রমজান তার সমনে দাঁড়িয়ে আছে। চৌদ্দ বছর আগের খেদ একটুও মলিন হয়নি, সেরকমই আছে।

বৃষ্টি কমে গেছে খুব খেয়াল করে তাকালে আকাশে হয়তোবা দু-একটা তারা খুঁজে পাওয়া যাবে। দূরের তারার চেয়ে মশা আলোড়িত করছে বেশি, এতক্ষণ ধোয়া থাকায় মশার উপদ্রব টের পাওয়া যায়নি। এখন চুলায় জ্বলছে গনগনে আগুন - ধোয়াভীতি কাটিয়ে উঠে মশারা এখন চুননে উদগ্রীব। এই ক্ষণজীবী প্রাণীটিকে আশরাফুল মকলুকাতের সঙ্গে কেন যুক্ত করা হলো বোঝা মুশকিল। মৌমাছি মধু খায়, ফড়িং ঘাস আর এরা শুষে রক্ত। ময়লা পানিতে জন্ম নিয়ে এই প্রাণিটির রক্তের নেশা কেন হলো এটা একটা ভাবনার ব্যাপার।

বালতিতে রাখা খাবারের পানি শেষ হয়ে এসেছে, চাল ডাল ধোয়ায় অনেক পানি লেগে গেছে। কথাটা আসক আলীকে জানানো দরকার তাহলে সে মসজিদের টিউবওয়েল থেকে পানি নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু রহিমার মায়ের কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, সে ভাবছে ভিন্ন কথা - আমার জীবনটা এইরকম হইল কেন? নদীর ভাঙ্গন ঘরবাড়ি কাইরা নিল, হেই শোকে বাবায় মরল মায় মরল টাইফডে, জোড়ার একটা বইন আছিল একদিন সেও কই হরাইয়া গেল। মিরপুরের যেই বস্তিতে তারা থাকত হেই বস্তিঅ একদিন আগুন লাইগা সব ভস্ম হইল, আসক আলীরঅ তখন হেই বস্তিতে থাকে; সে পিঠে হাত রাইখা কইছিল - কাইন্দ না কুলসুম আমি তোমারে দেখমু, তোমারে আমি বিয়া করমু। আসক আলী কথা রাখছে। তার মায় রাজি আছিল না, কইত - আসক তরে আমি খাট পালঙ্ক লইয়া বিয়া করামু দুই-চার ভরি সোনাত পাৰি। আসক আলী ঠাট্টা কইরা কইত খাট-পালঙ্কওয়ালা বউ আমার লগে বস্তিত থাকব কেমনে? একদিন আমার গোয়ায় লাথি দিয়া অন্যজনের লগে ভাগব.....

....তহন মানুষটার মনে কত রসঐ না আছিল, উঠতে বইতে খালি রস আর সোহাগ আর কাম ফাঁকি দিয়া সিনামা দেহা....রিসকার মইধ্যে বহাইয়া কইত - ম্যাডাম বলেন কই যাইবেন চিড়িয়াখানা জাদুঘর? রমনা পার্ক, ধানমন্ডির লেক?

কুলসুম ঠাট্টা কইরা কইত - না এইগুলান সব দেখছি, আপনে আমারে চান্দের দেশে নিয়া যান, চান্দের উপরে বইসা আমি বড়ই আচার খামু।

তাইলে আমি রিসকা ছাইড়া একটা রকেট ভাড়া করি, রকেটের ভিতরে একটা বড়ই গাছের চারা লইতে হইব।

ওমা চারা দিয়া কি হইব?

ছনছি চান্দে নাকি কোন গাছ-গরান নাই, আপনে বড়ই আচার চাইলেন - রকেট থেইকা নাইমা এই চারা বুইন্না দিমু।

হায় গায় গাছ-গরান না থাকলে রঁচমু কেমনে, খামু কি?

খামু বাতাস আর বড়ই আচার....

তারপর লোকটা গান ধরত - আমি তরে ছাড়া বাঁচুম নারে....তরে লইয়া একদিন আমি.....চান্দের দেশে উইড়া যামু রে....আমি তরে ছাড়া বাঁচুম নারে.....

কুলসুম বলত - আইছা কি দেইখা তুমি আমার লেইগা এমুন পাগল হইলা কও দেহি, খাট-পালঙ্ক সোনা-দানার আশা ছইড়া?

তোমার রূপে।

আহা আমার আবার রূপ কি? আমার চেহারা হইল ফেসকুমির মতন - ভারি ভারি ঠোট আর লান্না লান্না দাঁত...

কিন্তু তোমার গায়ের রঙটা সোনাই ঘোষের দইয়ের মতন টকটকা, হাসিটা অবিকল অঞ্জুঘোষের মতন আর কোমরটা মাকরশার মতন চিকন....

যাও তোমার লগে কোন কথা নাই...

কেন?

তুমি আমার মাকরশা কইলা...

আরে বোকা মায়ালোক তুমি না তোমার কোমর খান....

....হেই রসের দিন আর নাই, হেই সোহাগের রঙ জ্বইলা গেছে পুরানা জামা কাপড়ের মতন। কেন এমন হয় কেন মানুষ আসমানের রঙের লাহান এমন কইরা বদলাইয়া যায়? মানলাম সোনাই ঘোষের হেই দইয়ের মইধ্যে ছাতকুড়া পড়ছে, হাসি হইছে ভরা চান্দের মতন আর কোমরে না হয় খানিক মাংস লাগছে - কিন্তুক মনটা ত বদলায় নাই! না...মনঅ বদলাইছে - কই অহন ত আর রহিমার বাপেরে দেখনের লেইগা মনটা আর আগের চড়ই পাখির মানত ছটফট করে না! অহন ত আর চান্দের দেশে গিয়া বড়ই খাওনের সাধ মনে জাগে না। কেমন কইরা হেই বউ-পাগল মানুষটাও বদলাইয়া গেল! অহন কথায় কথায় খালি খেজি-ভেটকি, লাখি-ঝাটা আর বকাঝকা....

...আল্ চুতমারানি বালটির মইধ্যে খাওনের পানি নাই হেই কথা কস নাই কেন এতক্ষণ, তর মুখের মইধ্যে কি ঠাটা পড়ছে? চোপার মইধ্য এত ধার তর, অহন তালা দিছস কেন? তর পাগল আশিক চইলা গেল বইলা?....

রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে আসক আলী বালতি আর ছেলেকে নিয়ে পানির খোঁজে বের হয়। রিকশাটা সঙ্গেই নিয়ে যায়, নয়তো ছেলেটা পানিতে ভিজবে।

আশিক! কে আশিক? ঐ পাগলটা! রহিমার মা'র রাগের বদলে হাসিই পায়। আসক তার বউরে বিশ্বাস করে না, ঐ বুড়ি মাগি কানকতা লাগিয়া পোলার মাথাটা বিগড়ইতাছে, অবিশ্বাসের কোন কাম অহনো কুলসুম করে নাই। বোচা লেকত আইতে যাইতে বদ কতা কয় কুলসুম তারে আটকায় কেমনে? আর এই পাগল....আহরে এই রকম লেখাপড়া জানা মানুষটা পাগল হইল কেমনে? মুখে একটা বদ কতা নাই, চুল-দাড়ির জইন্য মুখখান দেখাই গেল না। কি ভাসা ভাসা চউখ দেখলেই মায়া লাগে। অসুস্থ মানুষটারে এরা কোন বিবেকে তাড়িয়া দিল? নাহয় দুইবেলা খাইল, পেটে দানা পানি পড়লে লোকটা বালা হইয়া যাইত। অত রাইতে কই গেল পাগলটা! থকব কই খাইব কি.....

পাগলের জন্য রহিমার মায়ের মনটা সত্যি সত্যিই উতলা হয়....রাতে সে স্বপ্ন দেখে পাগল তাকে নিয়ে গেছে চাঁদের দেশে।....

...এবার চোখ খোল কুলসুম।

কুলসুম চোখ খোলে। চারদিকে অসংখ্য তারা মিটমিট করে হাসছে, হেঁড়া মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে আছে চারপাশের বাগানে ফুটে আছে অজস্র ফুল - বাতাসে সে ফুলের সৌরভ; একটা ফুলের গন্ধ তার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে কিন্তু ফুলটির নাম মনে আসছে না। যতদূর চোখ যায় কেবল ফুল আর বাগান কোন বাড়ি-ঘর চোখে পড়ে না। তারা দাঁড়িয়ে আছে একটা ফুলের বাগানের মাঝখানে; বিশাল একটা খাটিয়া পাতা আছে, তাতে ধবধবে সাদা বিছানা মাথার ওপর খোলা আকাশ।

খাট এইখানে কেন, বাড়িঘর নাই কেন? বিষ্টি নামলে কি হইব?

এখানে ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা-দুর্যোগ কিছু নেই, তাই মাথার ওপর আচ্ছাদনের প্রয়োজন নেই।

খাটের মইধ্যে মশারি তো দেখি না, শুইয়া থাকলে মশায় শরীরের সব রক্ত শুইয়া নিব।।

এখানে মশা-মাছি, পোকা-মাকড়ের কোন উপদ্রব নেই কুলসুম।

খিদা লাগলে খামু কি?

এখানকার খাদ্য হলো মধু ঐ দেখ মৌমাছি ক্রমাগত খাদ্য সঞ্চয় করে চলেছে, ওদের সঞ্চয়ের পর বাড়তি যা উপচে পড়বে তা খেয়ে আমরা বেঁচে থাকবো। দেখো মৌচাকের নিচে সোনার থালায় জমেছে মধু।

আমার এইখানে আইসা বড়ই আচার খাওনের শখ আছিল।

আচার তো হবে না কুলসুম -তোমাকে বড়ই পেড়ে দেয়া যাবে কাছে জঙ্গল থেকে।

লবন নাই, লবন ছাড়া বড়ই খামু কেমনে?

লবনের দরকার নেই, এখানকার কুল খুবই মিষ্টি হয় কুলসুম।

আচ্ছা আপনে আমার নাম জানলেন কেমনে? আমারে ত সবাই রহিমার মা বইলা ডাকে।

আমি অন্তর্যামী, অন্তর্যামীরা সব কিছু আগেভাগে জেনে যায়।

আমার নাম ছাড়া আর কি জানেন কন তো?

আমি জানি তোমার একটা নিজস্ব পৃথিবী আছে, খুব ছোট সে পৃথিবী। তোমার ভাঙ্গা ঘরে যে দর্পন রাখা আছে ওটাই তোমার পৃথিবী। তুমি যখন ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াও তখন সে পৃথিবীর বন্ধ দরজাগুলো পটপট করে খুলে যেতে থাকে...তুমি যখন হেঁটে যেতে থাকো তোমার সে মোহময় জগতে - যেখানে বিলের মধ্যে ফুটে আছে অসংখ্য শাপলা-কলমিদল আকাশে উড়ে বেড়ায় বকের সারি, মাছরাঙা শঙ্খচিল....

....ঘুমের ঘোরে রহিমার মা টের পায় তাকে পেছন থেকে কাছে টানতে চাইছে আসক আলীর একটি হাত। তার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। আসক আলীর হাতটিকে রহিমার মা সরিয়ে দিতে পারে না।